দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১ 6 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৪৬ সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাঁকিয়া বসা বর্তমানের লেজুড়বৃত্তিক যে শিক্ষক রাজনীতি, তাহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের কোন সম্পর্ক নাই। বরং এই অধ্যাদেশের অপব্যবহার করিয়াই ক্যাম্পাসে সর্বনাশা নৈরাজ্যিক দলীয় রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করিয়াছে। জ্ঞান বিতরণ, আহরণ ও সংরক্ষণের পাদপীঠগুলি দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে। যে কারণে বিশ্বের ৫০০টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও নাই। অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা একটি নিমজ্জমান তরীতে পরিণত হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া সন্ত্রাস, দলাদলি ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলনির্ভর শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির যে উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহা হইতে বাহির হইয়া না আসিতে পারিলে তাহার আর কোন রক্ষা হইবে না।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রণয়ন কি ভুল ছিল? সম্প্রতি পিআইবি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষা-শিক্ষার্থী ও প্রত্যাশা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তাগণ রাজনীতি ও শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় শিক্ষকদের শিক্ষার মান, সততা ও নৈতিকতাবোধ অনেক নিম্নমুখী হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিপর্যয় ঘূর্ণিঝড় ও সুনামির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চাইতেও ভয়াবহ ও আশঙ্কাজনক। শিক্ষাঙ্গনে অপরিণামদর্শী ছাত্র রাজনীতির যে-লালন-পালন, তাহার জন্য রাজনীতিবিদরা ও সুবিধাবাদী শিক্ষকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় কোন অংশে কম দায়ী নহে। এই বিবেচনায় দলীয় রাজনীতিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা দূর করিতে প্রয়োজনে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করা দরকার কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। একদিকে তথাকথিত ছাত্রনেতা ও ক্যাডারদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রের সরবরাহ, মাদক ব্যবসায়, শিক্ষার পরিবেশ দূষণ, নারী নির্যাতন ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সাদা, নীল ও গোলাপি রঙের শিক্ষক রাজনীতির হাত ধরিয়া অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, চেয়ারম্যান, ডীন, ভিসি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলাদলি ইত্যাকার দুর্বৃত্তায়ন বাড়িয়া যায়। গত ২০ হইতে ২২ আগষ্ট পর্যন্ত তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন ক্যাম্পাসে যে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পশ্চাতেও ছিল সেসব শিক্ষকদের ইন্ধন, যাহাদের সংখ্যা খুবই কম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বিভিন্ন উন্নত দেশের ন্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবে, ইহাই সকলের কাম্য। কারণ ইহা ব্যতীত মুক্ত জ্ঞান চর্চা চলিতে পারে না। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান চর্চা আর ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা ক্ষমতার প্রলোভনে পড়িয়া কোন শিক্ষকের রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া এক কথা নয়। এক সময় এমন ছিল যখন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও বড় বড় নেতাগণ ভাল পরামর্শের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট যাইতেন। এখন তাহারাই ঐসব নেতাদের অফিস কিংবা বাড়ি বাড়ি ধরনা দেন। আমাদের উপমহাদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৮৫৭ ও ১৯০৪ যখন বলবৎ ছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিতেন হয় ফেলোগণ নয়তো সিনেট সদস্যগণ। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। ফলে পাকিস্তান আমলেও শিক্ষকদের স্বাধীনতা ছিল না। সেই সংকট হইতে উত্তরণের জন্য সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রণীত হয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ। কিন্তু ত্রুটিযুক্ত সিনেট গঠন এবং নিয়ন্ত্রণকারী এই সংস্থায় অসৎ ও প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন আরো দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

আমরা মনে করি, শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের সচেতন জনগোষ্ঠীরই অগ্রবর্তী দল। তাহাদের যে কাহারও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মত ও পথ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারা যখনই ইহাকে ক্যাম্পাসে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে টানিয়া আনেন, তখন শিক্ষকতা পেশাটি হয় কলুষিত। আর শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা হয় ব্যাহত। শিক্ষকতা পেশাটি ছাড়িয়া দিয়া যে কেহ রাজনীতি করিতে পারেন, ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কোনরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি ও তাহার জের ধরিয়া সেশনজটজনিত কারণে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অসীম দুর্ভোগে ফেলিবার অধিকার কাহারও নাই। বড় ধরনের জাতীয় সংকটের সময় শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হইবেন ইহাই দেশপ্রেমের নামান্তর। কিন্তু শিক্ষা ও দলীয় রাজনীতির নামে বিভাজন কাম্য হইতে পারে না। আশা করি, সরকার স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশের কয়েকটি ধারার অপব্যবহার বন্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখিতে আরো সচেষ্ট হইবে। সিন্ডিকেটের গঠন কাঠামো, উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিধিমালা সংস্কারেও বিশেষ সংশোধনী আনিয়া শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির সুযোগ বন্ধ করিয়া সকলের নিকট শিক্ষকদের পরিচয় যাহাতে শিক্ষক হিসাবেই শ্রদ্ধাশীল থাকে ইহাই সময়ের দাবী এবং আমরা উহাই প্রত্যাশা করি।